সংবাদ

তারিখ 22 APR 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিবপুরে ৫৫ প্রাথ. বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শূন্য : পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, শিবপুর (নরসিংদী)

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্বে থাকা এসব সহকারী শিক্ষকদের অধিকাংশ সময় অফিস কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাবরক্ষক মো. ওসমান গনি জানান, উপজেলায় মোট ১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৪টি সরকারি এবং ২৮টি নব্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে সরকারি ৪০টি ও নব্য জাতীয়করণকৃত ১৫টি মিলিয়ে মোট ৫৫টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদশূন্য। উপজেলার সৃষ্টিগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেন বলেন, এই বিদ্যালয়ে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে আমাকে। তাই দাফতরিক কাজ করে শ্রেণীকক্ষে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানে সমস্যার সম্মুক্ষীণ হতে হয়। মুরগিবের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (নব্য জাতীয়করণকৃত) ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিলকিস বেগম বলেন, এ বিদ্যালয়ে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করছি। দাফতরিক কাজে আমাকে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয় তাই বাকি ৩ জন সহকারী শিক্ষকদের দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলা শিক্ষা কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি, শিবপুর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব মো. মনিরুজ্জামান (মাসুদ) বলেন, বিদ্যালয়ের মূল চালিকা শক্তি হলো প্রধান শিক্ষক। উপজেলায় এতগুলো বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের ফলাফলে পরতে পারে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজা খান ইউসুফজীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ দিন যাবত সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি না হওয়ায় এবং নতুন করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি বিধায় প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে স্বীকার করেন তিনি।